টানা ভারী বর্ষণে আলুচাষীদের মাথায় হাত: ঋণ নিয়ে আতঙ্কে চাষীরা

অসময়ে টানা ভারী বর্ষণে স্বপ্ন ভঙ্গে গেছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ও তিতুদহ ইউনিয়নের আলুচাষীদের। তাদের চোখে এখন বিষাদের পানি। তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপজেলার আলু চাষীরা এখন বিপদগ্রস্থ। ভারি বর্ষনে ভেঙ্গে গেছে তাদের স্বপ্ন।

চাষিরা বলছেন, গত এক সপ্তাহের মধ্যে যারা আলুর বীজ রোপণ করেছিলেন, তারা বেশি ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছেন। ফলে আলুচাষীরা মহাজনদের ঋণ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার বেশিরভাগ জমি বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে। বৃষ্টির সময় কৃষকরা আলু রোপণের জমি থেকে সেচের মাধ্যমে জমির পানি নিষ্কাশন করেছে। তবে বেশির ভাগ জমির আলু পচে গেছে।

তিতুদহ ইউনিয়নের ছোটশলুয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত: খেদের আলীর ছেলে আলু চাষী মিলন হোসেন বলেন, এবার আমি ৬৯ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে আলুর বীজ লাগিয়েছি। সার, শ্রমিক ও জমি বর্গা চাষ খরচসহ প্রায় ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বৃষ্টির পানিতে আমার সব জমিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় প্রায় ৯৫ ভাগ জমির আলু বীজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। লাভের আশায় লোন করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ধার এনে আলু চাষ করেছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল।

তিতুদহ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর লিটন বলেন, সারা দেশের ন্যায় তিতুদহ ও বেগমপুর ইউনিয়নে টানা তিনদিনের ভারি বর্ষনে চাষী মিলনের মত শত শত আলুচাষীর জমিতে আলুর বীজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এতে বিশেষ করে আলুচাষীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আলুচাষে একদিকে মহাজনদের ঋণ, অন্যদিকে স্বজনদের কাছে ধারের টাকা নিয়ে চাষীরা রয়েছে চরম বিপাকে।

তিতুদহ ইউনিয়নের কৃষি কর্মকর্তা নিয়ামত আলী জানান, ‘নিম্নচাপ এবং অসময়ে বৃষ্টির কারণে এলাকার আলু চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

যেসব জমিতে সপ্তাহখানের মধ্যে বীজ লাগিয়েছে তাদের ক্ষতির পরিমান বেশি। তাছাড়া তাৎক্ষনিক সমাধানে আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছি।

দর্শনার দুধপাতিলায় বৈকালীক আখচাষে “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত

দর্শনার দুধপাতিলায় বৈকালীক আখচাষে “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামের চৌরাস্তা মোড় বটততলায় চাষিদের সঙ্গে আখ চাষ “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত হয়।

মিলস্ গেট (পূর্ব) সাবজোনের ১০নং ইউনিটের আয়োজনে দুধপাতিলা গ্রামে চাষিদের সঙ্গে চাষিদের আখ চাষে উৎসাহিত করতে “উঠান বৈঠকে” আলোচনা করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের চাষি বান্ধব ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

তিনি বলেন, এচিনিকলটিকে কেন্দ্র করে এলাকার চাষিরা একসময় ব্যাপক আখচাষ করতো। বর্তমান বিভিন্ন কারণে আখ চাষ কমে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন আখের অভাবে জেলার ঐতিহ্যবাহি চিনিশিল্প এবং একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকা শাক্তির প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে করে এলাকার অনেক মানুষ বেকারত্ব সহ থেমে যাবে অর্থনীতির চাকা। তাই প্রতিষ্ঠনটিকে বাঁচাতে এলাকাবাসিকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চাষিদেরকে অন্য আবাদের পাশাপাশি কম,বেশি আখ চাষ করত হবে।

কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনকে পরিণত করতে যোগদানের পর থেকে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন।
এসময় উপস্থিত থেকে আরো আলোচনা করেন, সদরদপ্তর হতে আগত অতিথি শহীদ উল্লাহ খান সহ কৃষি বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কেরুজ চিনিকলের মাড়াই মরসুম উপলক্ষে বয়লারে স্লো-ফায়ারিং ও দোয়া অনুষ্ঠিত

কেরুজ চিনিকলে ২০২১-২২ মরসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে স্লো-ফায়ারিং করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে স্লো- ফায়ারিং উপলক্ষে এক আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও আলোচনা শেষে বয়লারে ২০২১-২২ মাড়াই মরসুমের অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে স্লো-ফায়ারিং করা হয়েছে।

দোয়া অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ সাহাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগ-দেলোয়ার হোসেন, মহা-ব্যবস্থাপক (কৃষি) গিয়াস উদ্দিন, মহা- ব্যবস্থাপক (ফার্ম) সুমন কুমার বিশ্বাস, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন সহ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ শ্রমিক-কর্মচারীরা।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাও. শামসুজ্জোহা। দোয়া শেষে বয়লারে অগ্নিসংযোগের উদ্বোধন করেন, মসজিদের মুয়াজ্জিম নেছার উদ্দিন।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা জজেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় অবস্থিত এশিয়া মমহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও দেশের একমাত্র ভারী চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাং) লিঃ। এ চিনিকল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলিটির যেন সারা গায়ে ঘায়ে পরিণত। ফি বছর এ মিল থেকে সরকার কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করলেও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিলো উদাসীন। কেরুজ চিনিকলটি আধুনিকায়ন করণে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকাবাসীর কাংঙ্খিত দাবি বারবার হয়েছে উপেক্ষিত। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর মহতী উদ্যোগে

মিলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় থেকে সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে আধুনিকায়ন কাজের জন্য ডিষ্টিলারী সহ বিভিন্ন উন্নয়নে মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। তারই অপ্রাণ প্রচেষ্টায় মিলটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কচ্ছপ গতিতে কাজ চলায় দীর্ঘ ৯ বছর অতিবাহিত হলেও পূরোপুরি আধুনিকায়নে রুপ নিতে পারেনি।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটি প্রতি বছরেই পুরোনো যন্ত্রাংশ জোড়াতালি ও ঝালাই-মেরামত করে আখমাড়াই কার্যক্রম শুরু করতে হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে টেনেহেঁচড়ে মাড়াই মরসুম শেষ করতে হয়। ফলে লোকসান গুনতে হয় কোটি কোটি টাকা।

বর্তমানে আধুনিকায়নে বয়লিং, কেইন কেরিয়ার ও মিলহাউজের কাজ চলছে। এরমধ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন হলেও বেশির ভাগ কাজ অসম্পন্ন থাকায় আরও মিলটি সম্পন্ন আধুনিকায়নে আরও কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানাগেছে।
এ মরসুমে লোকসান কাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ। আখচাষিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দিকেই খেয়াল রাখা হচ্ছে।

তবে বর্তমানে সদ্য যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন তিনি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদানের পর থেকে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনকে পরিণত করতে যোগদানের পর থেকে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন। তিনার এমন উদ্দ্যগে এলাকার চাষিরা আখ চাষ করার কথা ব্যাক্ত করেছেন। সেই সাথে ২০২১-২২ মাড়াই মরসুমে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিক লখ্য রাখছেন।
সেই সাথে মাড়াই মরসুম সফল করতে ওয়াটারট্রাই সম্পন্ন সহ মিল হাউজ ও কেইন কেরিয়ার ট্রাইল দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে ছোটখাটো ত্রুটির সন্ধান মিললে তা সারিয়ে নেয়া হবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯

হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে কেরু চিনিকল ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে।

কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২১-২২ মাড়াই মরসুম বড় ধরনের কোন যান্ত্রিক সমস্যার সম্মূখীন হতে না হয় সেজন্য সকল যন্ত্রাংশ ট্রাইল দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সমস্য আছে কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে। তবে মিলটি মাড়াই মরসুম সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সকল ধরনের প্রস্তুত নেওয়া হয়েছে।

আশা রাখি সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে মাড়াই মরসুম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে।

তবে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাচামাল হচ্ছে আখ। তিনি এতদ্বা অঞ্চলের চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন, দেশের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকলকে রক্ষা করতে বেশি বেশি করে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই।

চুয়াডাঙ্গা সড়ক পরিবহন আইনে মামলা জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন জাফরপুর বাজারের অদূরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে চার সময় এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার মোঃ তারিক হোসেন।

এসময় সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সড়ক পরিবহন ২০১৮ আইন অনুসারে হেলমেট না থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা ও ফিটনেস বিহিন গাড়ির বিরুদ্ধে ৯ টি মামলার মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

এ সময় তিনি সকল মোটরসাইকেল ড্রাইভারদের হেলমেট পরিধান করে গাড়ি চালানোর জন্য সকলকে সচেতনতা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন ও আহ্বান জানান।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি একটি চৌকস দল। জনস্বার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের এই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জেরাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অর্চনা ব্যানার্জি (৫৫) নামে এক বৃদ্ধার করুণ মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৭ টার দিকে নিজ বাড়ির সামনে এদূর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। নিহত অর্চনা ব্যানার্জি আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা গ্রামের ক্লিনিকপাড়ার শ্রী বিকাশ চন্দ্র শর্মার স্ত্রী।

এলাকা সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ক্লিনিক পাড়ার শ্রী বিকাশ চন্দ্র শর্মার স্ত্রী অর্চনা

ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার সন্ধার দিকে অর্চনা ব্যানার্জি রাস্তা পার হয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এসময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয় ৷

এসময় অর্চনা ব্যানার্জি ছিটকে রাস্তার উপরে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে অচেতন অবস্থায় অর্চনা ব্যানার্জিকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে পাশে প্রতিজ্ঞা নার্সিং হোম ক্লিনিকে নেয়।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন অর্চনা ব্যানার্জি।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আহসানুল হক বলেন, পরিক্ষা-নিরিক্ষার পর অর্চনা ব্যানার্জিকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয় ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, অজ্ঞাত একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অর্চনা ব্যানার্জির মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ না থাকায় সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত ছাড়ায় মরদেহ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের পর পরিত্যক্ত পুকুরে মিললো শিশুর লাশ, হত্যার অভিযোগ

কানের দুল চুরি করাকে কেন্দ্র করে মরিয়ম নামের এক শিশুকে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মাদারহুদা উত্তরপাড়ায় এ ঘটনাটি ঘটে।

এ ঘটনায় পুলিশ শিশুর লাশ উদ্ধার করে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়। শিশু মহিয়ম হত্যার ঘটনায়

এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। ছোট মেয়েকে অকাল মৃত্যুতে মোর্চা যাচ্ছে তার মা।

এলাকাসূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মাদারহুদা উত্তরপাড়ার কৃষক খাইরুল ইসলামে ৩ সন্তানের ছোট মেয়ে মরিয়ম। শিশুটি মাদারহুদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে বন্ধুদের সাথে বাড়ির পাশে খেলা করছিলো শিশু মরিয়ম। দুপুরে গোসলের জন্য তার মা তাকে খুঁজতে থাকে। খুঁজে না পেলে এলাকার সাধারণ মানুষ মাঠ, বাগান ও বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ করলেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। দুপুর থেকে বিকেল পার হলেও শিশুর সন্ধান না পাওয়ায় এলাকার মসজিদে শিশু মরিয়মকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এমন সংবাদ প্রচার করা হয়।

এ খবর পেয়ে গ্রামবাসী বিভিন্ন পুকুরে শিশুর খোঁজে জাল দিয়ে ও পানিতে ডুব দিয়ে খুজতে থাকে। এসময় পুকুরের পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় রওশন আরা নামের শিশু মরিয়মের চাচির পায়ে বাঁধে। শিশু মরিয়মকে পানিতে তুলে আনলে এলাকাজুড়ে হৈচৈ সৃষ্টি হয়।

শিশু মরিয়মের দাদি জানায়, মরিয়ম নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে তার কানে স্বর্ণের দুল ছিলো। লাশ উদ্ধারের পর তার কানে কোন দুল পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো বলেন, আমার নাতনিকে কেনো কানের দুলের জন্য হত্যা করা হলো। অপহরণ করলেও তো জমি জায়গা বিক্রয় করে আমার নাতনিকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতাম।

রওশন আরা বলেন, বিকেলে গ্রামের অনেক লোকজন মিলে পুকুরের পানিতে খুঁজতে নামি। পুকুরের পানিতে হাটতে হাটতে পায়ে বাধে।তুলে দেখি মরিয়মের মৃত দেহ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, রাতে একটি পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের দাবি কানে মরিয়মের কানে স্বর্ণের দুটি দুল পাওয়া যায়নি। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হবে। এঘটনায় এখনো পর্যন্ত অভিযোগ পাইনি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে মাঠে নেমেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় সাবেক স্ত্রীর সাথে দেখা করতে এসে চোর ভেবে গণধোলাই

পরকীয়া প্রেমিকা মামির সাথে বিয়ে করে দুই বছর সংসার শেষে ডিভোর্সের পর দেখা করতে এসে গণধোলাই শিকার পোলতাডাঙ্গার আলমঙ্গীর। গত বুধবার রাত ১১ টার দিকে বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর এ ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে নিন্দার ঝড় ওঠে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা গ্রামের বজলু রহমানের মেয়ে চম্পা খাতুনের গত ৮ বছর পূর্বে বাড়াদি ইউনিয়নের পোলতাডাঙ্গা গ্রামে বিবাহ হয়। তাদের দাম্পত্য জিবনে দুটি কণ্যা সন্তান জন্ম নেয়।বিভিন্ন সময় তাদের সাংসারিক গোলোযোগ সৃষ্টি হয়।

এ সুযোগে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে আলমঙ্গীর মোবাইল ফোনে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভালোবাসার টানে স্বামীর সংসার দু মেয়ে রেখে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আলমঙ্গীরের হাত ধরে অজানা উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। বিয়ে করে ঢাকায় ২ বছর সংসার করে। গত দুই মাস পূর্বে আলমঙ্গীর ও তার পরকীয়া স্ত্রী চম্পা খাতুন নিজ গ্রামে ফিরে আসে।

পারিবারিক ভাবে ডিভোর্স দেয় দুই পক্ষ। ডিভোর্সের পর প্রেমিক আলমঙ্গীরকে ভুলে পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরতে চায় চম্পা। পূণরায় পথের কাটা হয়ে দাড়ায় আলমঙ্গীর। আবারো চম্পাকে বিয়ে করবে বলে চম্পার প্রথম স্বামীকে মোবাইলে জানায়। এছাড়াও তাকে বিভিন্ন ধরণের হুমকি -ধামকি প্রদান করে।

এ সূত্র ধরে গত বুধবার রাত ১১ টার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ করে চম্পার সাথে দেখা করতে আসে। স্থানীয়রা টের পেয়ে চোর ভেবে তাকে দাঁড়াতে বললে সে দৌড়ে পালাই। লোকজন ধাওয়া করে তাকে আটকে গণধোলাই দেয়। পরবর্তীতে সে চম্পার সাথে দেখা করতে এসেছে বলে স্থানীয়দের জানায়।

বৃহস্পতিবার সকালে আলমডাঙ্গা থানার এসআই খসরু আলম সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কারো অভিযোগ না থাকায় স্ব স্ব পরিবারের লিখিত মাধ্যমে আলমঙ্গীরকে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে।

দামুড়হুদায় বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে জয়ীতা নারীদের সংবর্ধনা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অফিসের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বেগম রোকেয়া দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে “জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ” শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় জয়িতা বাংলার নারীদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তারের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সাবেক অধ্যাপক এমএ গফুর, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোঃ জামাল শুভ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ ইসহাক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ুব আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মী সহ স্থানীয় সুধী মহল।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা বিষয়ক

কর্মকর্তা হোসনে আরা ববি। আলোচনা শেষে ৫ জন নারীকে এবছরের সেরা জয়িতাদের সংবর্ধনা ও পুরষ্কৃত করা হয়।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এক র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তারের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সাবেক অধ্যাপক এমএ গফুর, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোঃ জামাল শুভ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ ইসহাক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ুব আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মী সহ স্থানীয় সুধী মহল।

সভা শেষে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে আগত ছেলে মেয়েরা সহ উপস্থিত সকলেই হাত উঠিয়ে জীবনে কখনো দূর্নীতি করবো না বলে ঘোষনা করেন।

জীবননগর রায়পুরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দিবস পালিত

জীবননগর উপজেলার রায়পুরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে রায়পুর বাজারে মানববন্ধন ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি অফিসে দুর্নীতি বিরোধী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পি. কে. এস. এফ. এর সহযোগিতায় আর. আর. এফ. এর উদ্যোগে দুর্নীতিকে না বলুন এই সেø◌াগানকে সামনে রেখে যুব সদস্যদের সাথে নিয়ে দুর্নীতি বিরোধী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

এসময় রায়পুর ইউ.পি. চেয়ারম্যান রশিদ শাহ’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেনপ্রকল্প সমন্নয়কারী মোস্তাফিজুর রহমান, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অহেদুর রহমান সহ এলাকার সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।